কাজী নজরুল ইসলাম
জীবন ও সৃজনের অন্দরমহল

সম্পাদক : ড. সৌরভ মণ্ডল
সহ-সম্পাদক : শৌভিক মণ্ডল
ড. স্বপ্না বেগম চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম
জীবন ও সৃজনের অন্দরমহল

সম্পাদক : ড. সৌরভ মণ্ডল
সহ-সম্পাদক : শৌভিক মণ্ডল
ড. স্বপ্না বেগম চৌধুরী

অনুক্ষণ
পাবলিকেশন

Kazi Nazrul Islam
Jibon O Srijoner Andarmahal

Edited by

Dr. Saurabh Mandal

Souvik Mandal

Dr. Swapna Begom Choudhury

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪

প্রচ্ছদ : টিম অনুক্ষণ

© প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

ISBN : 978-93-6345-011-0

মূল্য : ৩৪০/- (তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

ই-মেইল : sangbadanukkhon@gmail.com

অনুক্ষণ পাবলিকেশন

মোবাইল নম্বর: ৯৩৮২৯৯৮৪৬৩

সিটি অফিস : ১৬১ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা ৯২

রেজিস্টার্ড অফিস: ফতেপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২৪০৬

ওয়েবসাইট : www.sangbadanukkhon.com

অন্দরমহল

কাজী নজরুল ইসলাম : প্রসঙ্গ আধুনিকতা ও মানবিকতা
_কামরুন নাহার ৯

প্রতিবাদ, আত্মনির্ভরতা ও মমত্ববোধে নজরুলের কবিতা
_ড. ব্রততী রানী মাইতি সাহু ১৯

নজরুলের নির্বাচিত কবিতায় মানবতাবাদী জয়গান: সামগ্রিক আলোচনা
_ড. স্বপ্না বেগম চৌধুরী ২৬

সময়ের অভিঘাতে সাম্যবাদী চেতনা : প্রসঙ্গ নজরুলের কবিতা
_দীপান্বিতা দাস ৩১

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের অনুসন্ধান: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ
_ইয়াসমিন প্রামাণিক ৪৫

কাজী নজরুল ইসলামের ভাবনায় নিম্নবিত্ত ও সুবিধা বঞ্চিতদের কথা
_স্বাতী বসু রাউত ৫৩

কবিমানসের গদ্যচর্চা : পাঠকের দৃষ্টিতে প্রাবন্ধিক নজরুল
_অনুরাধা মুখার্জী ৬২

নজরুলের উপন্যাসে দেশ, কাল, পাত্র : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
_দীপান্বিতা আচার্য ৭১

প্রেম এবং বিদ্রোহ : প্রেক্ষিত নজরুল ইসলামের কবিতা
_তৃপ্তি দাস ৮০

'ব্যাথার দান' গল্প গ্রন্থে নজরুলের প্রেমচেতনা
_রিম্পা সাহা ৯৩

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা : প্রতিবাদী-প্রতিরোধী আকল্প
_সাবির সেখ ৯৯

কেচ্ছার ক্যানভাসে কাজী নজরুল ইসলামের লেটোগান
_রহিমা খাতুন ১০৬

নজরুলের 'ফরিয়াদ' : চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির
_আকাশ বিশ্বাস ১১৩

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে ক্ষুধা ও মৃত্যু থেকে নতুন জীবনে উত্তরণ
_সুপ্রীতি মণ্ডল ১১৯

নজরুল ইসলামের 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য': ভাবনার আলোকে
_ড. মশিহুর রহমান ১২৬

সম্প্রীতি ভাবনায় দুই কাজী : কাজী আব্দুল ওদুদ ও কাজী নজরুল ইসলাম
_ড. মমতাজ বেগম ১৩২

আমার চোখে কাজী নজরুল ইসলাম
_জয়দ্রথ সরকার ১৩৯

কাজী নজরুলের উপন্যাসে নারী চেতনার উন্মেষ।
_ড. রামেন্দ্র দাস ১৪৪

কাজী নজরুল ইসলামের দার্শনিক ভাবনা
_ড. রুবি দাস (চক্রবর্ত্তী) ১৫১

নজরুল কবিতায় প্রেম ও বিদ্রোহের সমন্বয়
_তিয়াসা ভট্টাচার্য্য ১৫৬

আজকের বাংলা কবিতায় নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা
_প্রভাস মজুমদার ১৬৪

শতবর্ষ পেরিয়ে প্রাসঙ্গিকতায় 'বিদ্রোহী' : বিদ্রোহী নজরুল
_আজমিরা খাতুন ১৭২

শতবর্ষ পেরিয়ে প্রাসঙ্গিকতায় 'বিদ্রোহী' : বিদ্রোহী নজরুল

আজমিরা খাতুন

বাংলার কাব্য জগতে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)।বিশ ও তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র আকুতি রাজনৈতিকভাবে যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সাংস্কৃতিক পটভূমিও তৈরি হয়। ইতিহাসের এই জাগরণের কালপর্বে কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করে নব দিগন্তের উন্মোচন করেন। বুদ্ধদেব বসুর কথায়– "অসহযোগ আন্দোলনের পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিল এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী"।'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মূলে ছিল সমকালীন এই সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গে ইব্রাহিম খাঁর চিঠির জবাবে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন– "আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে"।

'বিদ্রোহী' কবিতা শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলা ভাষায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় অনুদিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'। নজরুল 'আনোয়ার' ও 'কামাল পাশা' রচনার পর 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি তিনি লেখেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়ির নীচের তলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে বসে। কবিতাটির প্রথম শ্রোতা ছিলেন মুজফফর আহমদ।তিনি তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে এর বিবরণে জানিয়েছেন– "সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে।...সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। 'বিদ্রোহী' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা। নজরুল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল।... মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তার ঘুম সাধারণত দেরীতেই ভাঙত, আমার মত তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভাঙত না।এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন

পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল"। মুজফফর আহমদ আরও লিখছেন– "বেলা বাড়লে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হক এসে কবিতাটি শুনে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কবিতাটি নিয়ে গেলেন। তারপর 'বিজলী' পত্রিকার ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এসে কবিতাটি শুনে 'বিজলী'-তে প্রকাশ করতে চাইলেন।কেননা, 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রকাশ ছিল অনিয়মিত ও অনিশ্চিত। ফলে নজরুল কবিতাটি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকেও দিলেন এবং 'বিদ্রোহী' ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি, (২২ পৌষ, ১৩২৮), 'বিজলী'-তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৮ কার্তিক সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' মুদ্রিত হয়, কিন্তু সে সংখ্যাটি ফাল্গুন মাসের আগে প্রকাশিত হয়নি"।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিজলী' এবং 'মোসলেম ভারত' ছাড়া 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), 'ধূমকেতু' (আগষ্ট, ১৯২২, নজরুল ইসলাম স্বয়ং যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন), 'দৈনিক বসুমতী' (১৩২৯) পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। মুজফফর আহমদ লিখেছেন– "সাপ্তাহিক কাগজে বা'র হওয়ার কারণেই কবিতাটির প্রচার খুব বেশী হয়েছিল। কোনো মাসিক কাগজে ছাপা হলে এত বেশী প্রচার হতো না।শুনেছিলাম সেই সপ্তাহের 'বিজলী' দুবারে ঊনত্রিশ হাজার ছাপা হয়েছিল।...প্রায় দেড়-দু'লক্ষ লোক কবিতাটি পড়েছিলেন।তার ফলে নজরুলের কবি-প্রতিষ্ঠা খুব বেশী রকম বেড়ে গেল"।'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' রূপে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান হলেন।

কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মহলে সাড়া পড়ে যায়।এই কবিতার অভিনবত্বে সচকিত হয়ে ওঠেন তৎকালীন বাংলায় রবীন্দ্রনাথের লেখায় আচ্ছন্ন কবিতার পাঠক।শুধু তাই নয়। এর ঢেউ গিয়ে লাগে অ-পাঠক বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে। যাই হোক, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যে সকলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং একইসঙ্গে বাংলা কাব্যজগতে একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহ বলা যায়। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর একইসঙ্গে নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় ওঠে। সমালোচকদের মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় 'জাত শিল্পগুণ না থাকলেও' 'বিদ্রোহী' কবিতার যে স্বতঃস্ফূর্ত একটা আবেদন আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও লেখাটি সমালোচিত হয়। সেইসঙ্গে কবিতাটির ভাগ্যে জোটে নকল করার অপবাদও। যেমন মোহিতলাল মজুমদার দাবি করেন– নজরুল নাকি তাঁর 'আমি' প্রবন্ধটির ভাব চুরি করে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছেন অথচ কোনো ঋণ স্বীকার করেননি। যদিও সে দাবি গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, কবিতাটিতে নিপীড়িত মানুষের প্রতি নজরুলের যে অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। যার আভাস ইঙ্গিতের ছিটেফোঁটাও মোহিতলালের 'আমি'-র মধ্যে নেই।"...বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত।

/ আমি সেই দিন হব শান্ত"!– 'বিদ্রোহী' কবিতার এই সুর মোহিতলালের 'আমি'-তে কোথাও নেই। অনেকে বলেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'সং অফ মাইসেলফ' কবিতা থেকেই তিনি এই কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আসলে 'বিদ্রোহী' নজরুলের মনের আপন প্রেরণায় রচিত বাংলা সাহিত্যে একক কবিতা।

ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে 'বিদ্রোহী' কবিতায় আবির্ভূত হয়েছেন নজরুল।রোমান্টিক অনুভববেদ্যতায় মানবতার সপক্ষে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী।সত্য সুন্দর মঙ্গল ও শান্তির বাসনায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণ এবং জীর্ণ-সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে উচ্চকিত, সকল আইনকানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ।'বিদ্রোহী' কবিতাতে কবিচিত্তের প্রবল জাগরণের সুর শত তরঙ্গভঙ্গে বিপুল উচ্ছ্বাসে ও আবেগে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' যেন কবির আত্মজাগরণ ও আত্মউদ্‌ঘাটনের ছন্দিত, শব্দিত, কল্লোলিত বাণীরূপ।তাঁর অন্তরস্থিত বিদ্রোহী বিশ্বজগতে উন্নত শির নিয়েই আবির্ভূত।

"বলো বীর–
বলো উন্নত মম শির !...
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর"

বিদ্রোহী বীরের শির চির উন্নত।যা লক্ষ করে হিমাদ্রির শির পর্যন্ত নত হয়ে যায়। মহাবিশ্বের মহাকাশ বিদীর্ণ করে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা অতিক্রম করে, ভূলোক-দ্যুলোক গোলক ভেদ করে, খোদার আসন আরশ ছেদ করে বিশ্ববিধাত্রীর শাশ্বত বিস্ময় বিদ্রোহীর আবির্ভাব। তার ললাটে দীপ্ত জয়শ্রীর রাজটীকা রূপে রুদ্র চিরবহ্নিমান।

মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের উন্মেষ না ঘটানো যায় তাহলে দেশাত্মবোধ ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।তাই কবি দেশের মানুষকে জাগানোর জন্যে নিজের মনের অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকৃত বীরকে উদ্দীপ্ত হবার কথা বলেছেন।মানুষের ঘুমিয়ে থাকা চেতনাকে জাগিয়ে তুলে, তাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।এই অগ্নিমন্ত্র হল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভীরু জাতির ধমনীতে প্রবাহিত আত্ম অবমাননার যে লাঞ্ছনা ও জ্বালা, তা দূর করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠা।

"আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,...
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাতৃর!"

বিদ্রোহী চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, সে যেন মহা প্রলয়ের নটরাজ, সাইক্লোন ও ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্তিতে আবির্ভূত। সে মহাভয়, পৃথিবীতে সে অভিশাপ।দুরন্ত দুর্বার বেগে সমস্ত ভেঙে চুরমার করাই তার লক্ষ্য। সে অনিয়ম

উচ্ছৃঙ্খলের মূর্তিমান প্রকাশ হয়ে সমস্ত বন্ধন, নিয়মকানুন দলিত মথিত করে।সে কোনো আইন মানে না, ভরা তরী তার হাতে ভরাডুবি হয়। সে যেন টর্পেডো, মহাশক্তিশালী ভাসমান মাইন।সে যেন ধূর্জটি, অকাল বৈশাখীর মত্ত প্রভঞ্জন। বিশ্ব বিধাত্রীর চির বিদ্রোহী সন্তান।এককথায় কবি এখানে বীরকে অসম্ভব শক্তিশালী রূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।যার মাধ্যমে বদ্ধ গতিহীন সমাজকে আঘাত করে প্রাণে উল্লাস আনতে চেয়েছেন।আর সেইজন্য নিজেকে চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, প্রলয়ঙ্কারী শিব, সাইক্লোন বলেছেন। যার মধ্যে আছে এক সৃষ্টিবীজের ইশারা। ভাঙা-গড়ার খেলা।

"আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।..
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;"

বিদ্রোহী বীর ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণির মতো পথের সামনে যা পায় তাকেই চূর্ণ করে।কখনো সে মুক্ত জীবনানন্দের প্রতীক রূপে নৃত্য পাগল ছন্দে আপনার তালে তালে নৃত্য চঞ্চল।হাম্বীর, ছায়ানট বা হিন্দোল রাগ হয়ে পথে যেতে যেতে নব সৃষ্টির আনন্দে সে মশগুল।যখন যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করতে সে উন্মুখ।কখনো সে শত্রুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে।কখনো মৃত্যুর কাছে জীবনকে বাজি রেখে সে উন্মাদ।ঝঞ্ঝা, মহামারী, শাসন, ত্রাসন, সংহারের ভয়াবহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

"আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,...
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।··
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর"।

কবি বিদ্রোহী বীরকে নিয়ে একের পর এক রোমাঞ্চকর আঙ্গিক তৈরি করেছেন।চির দুরন্ত দুর্মদ বিদ্রোহীর প্রাণের পেয়ালা জীবন সুরায় পূর্ণ।সে কখনও হোমশিখা, অগ্নি-উপাসক জমদগ্নি, কখনও স্বয়ং যজ্ঞ, পুরোহিত এবং অগ্নি।সে নানা বিপরীত তাৎপর্যে পূর্ণ সৃষ্টি, সে ধ্বংস, লোকালয়, শ্মশান, অবসান, নিশাবসান রূপে বিরাজিত।সে যেন ইন্দ্রাণী সূত– এক হাতে তার চাঁদ আর ললাটদেশে সূর্য। এক হাতে তাঁর বাঁশের বাঁশরী, আর এক হাতে রণ-তুর্য।কৃষ্ণকণ্ঠ তার।ব্যোমকেশ, গঙ্গোত্রীর জলধারা বহনই তার বৈশিষ্ট্য।

"আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,...
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,.."

এখানে বিদ্রোহী বীর সন্ন্যাসী, একই সঙ্গে সুর-সৈনিকও। ম্লান গৈরিকবেশে যুবরাজও বটে। আবার সে 'বেদুঈন', চেঙ্গিস। সে নিজেকে ছাড়া কাউকে 'কুর্ণিশ' করে না। এই 'কুর্ণিশ' না করার মধ্যে আছে ঔদ্ধত্য। আবার সে বজ্র, ঈশানবিষাণে ওঙ্কার, ইস্রাফিলের মহাহুঙ্কার, পিনাকপাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড ও চক্র। সে ক্রোধী দুর্বাসা ও বিশ্বামিত্র শিষ্য, দাবানল দাহ রূপে বিশ্বদাহনে ত্রিয়াশীল। বিদ্রোহীর প্রকাশ প্রাণখোলা হাসিতে।সে সৃষ্টির শত্রু মহাত্রাস, মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।আসলে বিদ্রোহী নানা বিপরীত বৈশিষ্ট্যে গঠিত– অশান্ত, প্রশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী, অরুণ খুনের তরুণ এবং বিধির দর্পহারী।বিদ্রোহী হল ঝঞ্ঝার প্রমত্ত উচ্ছ্বাস, সাগরের প্রচণ্ড কল্লোল, চিরপ্রোজ্জ্বল চিরউচ্ছল।

"আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি।
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি! ...
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কনকন..."

এই বিদ্রোহী বীর শুধুই দূরন্ত দুর্বার, ভয়াবহ, দুর্বিনীত, কল্লোলিত, উচ্ছলিত নয়।সে রোমান্টিকও বটে।সে বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তার তন্বী নয়নে বহ্নি।সে ষোড়শী তরুণীর হৃদয়ের প্রেম আবার তার মধ্যে উদ্বিগ্নতা আছে।সে বিধবার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস।সে গৃহহারা পথিকের বঞ্চিতের ব্যথা।অপমানিতের মর্ম-বেদনা, লাঞ্ছনা সে অনুভব করে। সে অভিমানী হৃদয়ের চির কাতরতা। কুমারীর প্রথম প্রেম স্পর্শের ন্যায় সে অপরূপ, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনির মতো সে রোমান্টিক।বিদ্রোহী বীর চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকনের মৃদুমন্দ মধুর শব্দ। এই বিদ্রোহী বীর চিরশিশু, চিরকিশোর। সে যেন যৌবন ভীতু পল্লিবালার আঁচল। প্রকৃতি জগতের উত্তর বায়ু, মলয়ানিল এবং উদাস পূরবী হাওয়াও তার মধ্যে বিরাজিত।সে পথিক কবির গভীর রাগিণী, বাঁশের বাঁশিতে গীত সঙ্গীত, সে দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণা, রুদ্র সূর্য, মরু-নির্ঝর, শ্যামলিমা ছায়াছবি।তার মধ্যে একইসঙ্গে এত অজস্র বিরোধিতা আছে তবুও সে নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।তার বাধার সমস্ত বাঁধ আজ খুলে গেছে।

"আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,...
আমি ত্রাস-সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফনা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি !..."

বিদ্রোহী বীর উত্থান-পতন, অচেতনচিত্তে চেতনা সঞ্চারকারী, বিশ্ব-তোরণে মানব বিজয় কেতন।সে ঝড়ের মতো করতালি দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে ধাবিত হয়।স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা তার বাহন।পৃথিবীর বুকে সে আগ্নেয়গিরি, সমুদ্রজাত অগ্নি এবং কালানল পাতালে মাতাল, অগ্নিপাথার কলকোলাহল এই বিদ্রোহী বীর। বিদ্রোহী বীর ভূমিকম্পের দ্বারা জগতে ত্রাস সঞ্চার করে, বাসুকীর ফণা জাপটে ধরে, স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটে ধরে।বিদ্রোহী বীর দেবশিশু.

সে সদা চঞ্চল, সে বিশ্বমায়ের আঁচল দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।সে অর্ফিয়াসের বাঁশরী, আবার একইসঙ্গে শ্যামের হাতের বাঁশরীও।সে যখন ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধ-কম্পনের কাছে সপ্তম নরক পর্যন্ত নির্বাপিত হয়।শ্রাবণ-প্লাবন কন্যা রূপে সে পৃথিবীকে কখনও বরণীয়, কখনও বিপুল ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেয়। সে অন্যায়, উল্কা, শনি, ধূমকেতু , বিষধর কাল-ফণী।সে ছিন্নমস্তা চণ্ডী।সে রণদা সর্বনাশী, জাহান্নামের আগুনে বসে সে হাসে পুষ্পের হাসি।

"আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,...
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !...
যবে উৎপীড়িত ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত।
আমি সেই দিন হব শান্ত !"

বিদ্রোহী বীর মৃন্ময়, চিন্ময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়।সে মানব, দানব, দেবতার ভীতি উৎপাদনকারী, বিশ্বের চির দুর্জয় বীর। সে জগদীশ্বর ঈশ্বর, পুরুষোত্তম সত্য।সে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিভ্রমণ করে।সে নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে তার সমস্ত বাধা দূর হয়েছে।পরশুরামের কঠোর কুঠার কাঁধে সে বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করে উদার শান্তি আনবে।বলরামের হলের ন্যায় পুরাতন বিশ্বকে উৎপাটিত করে নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করবে।রণক্লান্ত মহাবিদ্রোহী সেই দিন শান্ত হবে, যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হবে না।অস্ত্রের ঝঙ্কার আর শোনা যাবে না।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে কবি পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথা না বলে এক বীরের সঙ্গে কথা বলছেন, তাকে মন্ত্রবাক্য শেখাচ্ছেন।দীক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করছেন।ফলে সাধারণ পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হতে পারে কে এই বীর? এই বীর কি বাঙালি যুবা? পরে কবির শব্দ ব্যবহার, সম্বোধন থেকে মনে হয় এই বীর বেশ দ্বিধান্বিত।শপথ বাক্য বলার জন্য দীক্ষক তাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করছে। তাহলে এই বীর কি কোনো সাহসী পুরুষ নয়? সে নিজেকে অসহায়, ক্ষুদ্র, দুর্বল মনে করে।সে গণতন্ত্রের পোশাকি নামের আড়ালে পৃথিবীর অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাসিন্দা।শাসিত ও শোষিত হওয়ার বিরামহীন প্রক্রিয়ায় সে আজ অন্ধ।তার সমস্ত আত্মবিশ্বাস আজ লুপ্ত।তা না হলে, সত্যিই যদি সে সাহসী, সবল আত্মবিশ্বাসী হত তাহলে তাকে দিয়ে আলাদা করে এসব বলানোর প্রয়োজন হত না।তবুও কবি বীরকে দিয়ে এইসব কথা বলাতে চাইছেন।কারণ, কবি চান পরাধীন ভারতবর্ষের যুবকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠুক এবং বিতাড়িত করুক ঔপনিবেশিক শক্তিকে, উৎপাটিত করুক শোষক, উৎপীড়ক, যুদ্ধবাজদের। প্রতিষ্ঠিত করুক শান্তিময়, কল্যাণময় সমাজ।

'বিদ্রোহী' কবিতা শুধু নজরুল ইসলামের কবিতার পৃথিবীতে নয়, আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় একটি অনতিক্রম্য সংযোজন।কবিতাটি শুধুমাত্র বিদ্রোহী বাণীর বাহক নয়।এর মধ্যে আছে এমন এক উন্মাদনা যা আত্মবোধের অনন্যতায় অভূতপূর্ব।কবি আপন অন্তরে উদ্বোধিত সেই প্রবল ভাবাবেগকে ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকায় স্থাপন করলেও সমসাময়িক যুগের প্রতি কবির যে উৎকণ্ঠা তাও এখানে অনুপস্থিত নয়।পরাধীন ভারতের মর্মন্তুদ ও বিদেশি শাসকের সীমাহীন অত্যাচার, সমাজিক বৈষম্য, অন্যায়-অবিচার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং সবরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, রোষ, বেদনা ও বিদ্রোহাগ্নির প্রতিফলন ঘটেছে এই কবিতায়। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল চিরকালীন প্রতিবাদী।

এই কবিতার মূলধন হল গতি। গতিই কবিতাটির অন্তর্নিহিত শক্তি। আপাতদৃষ্টিতে 'বিদ্রোহী' কবিতায় নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় সেখানে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মশক্তি উদ্বোধনের আহ্বান ঘোষিত হয়েছে। মানুষ যদি নির্ভীক, মুক্ত ও স্বাধীন হতে চায় তাহলে তাকে এই আত্মউন্মোচন ঘটাতে হবে।আসলে বিদ্রোহী হল সর্ববন্ধনমুক্ত ব্যক্তিমানুষের আত্মজাগরণ। এই প্রসঙ্গে 'ফরিয়াদ' কবিতার কথা বলা যায়।যেখানে কবি বলেছেন–

"মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান!"

'বিদ্রোহী' কবিতাও মানুষের মনের শিকল ছেঁড়ারই গান। কবিতাটিতে কবি কখনও স্রষ্টার ভূমিকায়, কখনও বা সুন্দরের আহ্বানে ব্যাকুল। আবার কখনও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রলয় আহ্বানের বিষাণ। আর এইখানেই কবিচিত্তের বৈপরীত্য। আর এই বৈপরীত্য থেকে জন্ম নিয়েছে অস্থিরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর জীবন সংগ্রামে পোড় খাওয়া কবি নজরুলের মধ্যে ছিল এক উজ্জ্বল প্রাণবন্ত টগবগে যৌবন। যা তাঁকে সবসময় উন্মাদনায় উৎফুল্ল করে রাখত।তাই যে কোনো অন্যায় দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।সব কিছু ভেঙে তছনছ করার জন্য পাগল হয়ে উঠত তাঁর কবি মন। পৌরুষের তাণ্ডবে পরাধীন ভারতের হিন্দু-মুসলমানের, সার্বিকভাবে সমস্ত মানুষের সমগ্র জড়ত্ব ও অবসাদ ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। তাদের অন্তর অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য।এলায়িত ঘুমপাড়ানি ছন্দকে বিদায় জানিয়ে তিনি তাঁর কবিতায় রণদামামা বাজিয়ে দেন।বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ধারার সুর সংযোজিত করেন।নজরুল স্বভাবকবি হলেও তাঁর মধ্যে ছিল এক জেদি স্বাধীন সত্তা।যা তাঁকে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেছে।পরাধীনতার জ্বালা তাঁর কাছে ছিল এক অসহ্য যন্ত্রণার শিকল।মনে রাখতে হবে, এই পরাধীনতা শুধু বিদেশি শাসনের নয়। এই পরাধীনতা ছিল মানবাত্মার।ধর্মের নামে ভণ্ডামিতে, জাতির নামে বজ্জাতিতে

ছিল মানুষের অপমান, লাঞ্ছনা। তাই এই কবিতায় ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমষ্টির মুক্তি, সমাজ চেতনার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে।

কবিতাটির প্রতিটি স্তবকের গঠনগত বিশেষত্ব আছে। আছে বৈচিত্রময় শব্দ প্রয়োগ। সেইসঙ্গে ভারতীয়, গ্রিক ও ইসলামি পুরাণের প্রসঙ্গ ।পুরাণকে তিনি নতুন অনুভূতিতে উপলব্ধি করেছেন।তার ঐতিহ্যকে আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতায় ব্যবহার করেছেন।পুরাণ তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থিত হয়েছে।ফলে কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় ভারতীয় পুরাণে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, মুসলিম বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল।অনেকে মনে করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের কোয়ার্টারমাস্টার হাবিলদার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দেশি-বিদেশি সৈন্যদের সঙ্গে মেলামেশার প্রেক্ষিতেই গ্রিক ও ইন্ডিয়ান মিথের প্রতি নজরুলের গভীর অনুরাগ গড়ে ওঠে। মুসলিম পুরাণ ব্যবহার করে বাংলা কবিতায় নজরুল এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। ফলে অনাবিষ্কৃত জগত পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। কবিতায় উপস্থাপিত আমিত্বের ধারনাও তিনি এই পুরাণ ও বিশ্বাস থেকে পেয়েছেন, যেগুলি বিশেষ কোনো দেশের সংস্কৃতি এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত।যেমন চেঙ্গিস খাঁর উদ্দামতা, দুর্বাসার ক্রোধ ইত্যাদি। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই বিদ্রোহী বীরের Abstraction মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল ইসলাম সৃষ্টিকে স্থাপন করেছেন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনবাস্তবতার জটিল আবর্তে।কবিতা তাই হয়ে উঠেছে সামাজিক দায়িত্ব পালনের শানিত আয়ুধ।এই কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহ চেতনার মাঝে লক্ষ করা যায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য–

অসত্য, অকল্যাণ, অশান্তি, অমঙ্গল এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
স্বদেশের মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
শৃঙ্খল-পরা আমিত্বকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিদ্রোহ।

এখানে নজরুলের বিদ্রোহ চেতনাকে নানা মাত্রায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কখনো তা হয়েছে সদর্থক, কখনো বা নেতিবাচক। তবে তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, তা ছিল মূলত সৃষ্টিশীল। নজরুলের বিদ্রোহ সৃষ্টিশীল বলেই ধ্বংসের মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির উৎস।

শুধু বিষয়গত ক্ষেত্রে নয়, প্রকরণের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ধারার বাইরে পরিবর্তন ও অভিনবত্বের চমক এনেছেন নজরুল যা পাঠককে চকিত করে তোলে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত মিহি, স্নিগ্ধ, শান্ত ও কোমল শব্দের পরিবর্তে তপ্ত, তীক্ষ্ণ, বর্ণাঢ্য শব্দের ব্যবহার করেছেন।ফলে কবিতাটি রোমান্টিক বর্ণময়তা, শক্তির ওজস্মিতা বা দহনকারী উত্তাপ বিচ্ছুরণ প্রদানেই শেষ হয়ে যায়নি।আরও একটা গুণ তিনি সংযোজন করেছেন যা তাঁর আগে কেউ করেননি। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটানো।আর এই উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক শৌর্য-বীর্য

বা সংগ্রামের ইতিকথা এবং মিথ প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করেছেন।মনে রাখা যেতে পারে, কবিতাটিতে যত রকমের দৈবী উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গে যত প্রচলিত ধ্যানধারণা উপস্থিত হয়েছে, তার সবই যেন আত্মস্থ করেছে বিদ্রোহী। আবার সেই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়েও যেতে চেয়েছে সে।তাও যেন তার এক বিদ্রোহ।সেখানে পার্থিব মানুষেরই জয়গান।এসবই নজরুলের 'বিদ্রোহী'-কে সমস্ত সংস্কার ও রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছে।

কবিতাটিতে 'মম', 'আমি', 'উন্নত', 'শির', 'বীর'– এই শব্দরাশি নজরুল সকল অচেতন-অর্ধচেতন মানুষের সত্তায় আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর এই কবিতাটি লিখেছেন উত্তম পুরুষে।'মম', 'আমি' এই সমস্ত শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন। ফলে কোন একক ব্যক্তিমানুষ যখন কবিতাটি পড়েন তখন তাকেও এইসব শব্দ বারবার উচ্চারণ করতে হয়। আর তখন একজন 'আমি' বহু 'আমি'-তে রূপান্তরিত হতে পারে।বহু প্রাণে জেগে উঠতে পারে বিদ্রোহ।তাই 'বিদ্রোহী' পাঠ করলে সকলেই একযোগে 'আমি' হয়ে যায়।কোটি কোটি 'আমি' একাত্ম হয়ে উঠতে পারে।আত্মবিশ্বাস থাকলে নিজেকে যথাযথ প্রত্যক্ষ করা যায়।তখন নিজের চারপাশের মূল্যায়ন করা যায়।যখন আমি আমার চারপাশ দেখছি তখন সেই প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে।সেখানে যদি কোনো অন্যায়-অবিচার থাকে, প্রতিবাদ করার প্রয়োজন থাকে তখন আমার আত্মবিশ্বাস আমাকে সেই প্রতিবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার চিন্তাভাবনা আমার মনে বিদ্রোহের প্রেরণা তৈরি করতে পারে। তারপর আসে নিজের চিন্তাভাবনার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার আহ্বান। নড়ে ওঠে মনের জগদ্দল পাথর। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতায় মানুষের মনের শক্তি বা মোটিভেশনাল ফোর্সকে উজ্জীবিত করতে একের পর এক দ্রোহসম্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এখনকার প্রেক্ষিতে কীভাবে দেখব এই কবিতাকে? যদি সেভাবে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি বিচার করি তাহলে দেখতে পাব অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন, শোষণের ধরন বদলেছে কিন্তু তার সবই আছে এবং তার প্রতিবাদে, বিদ্রোহে জেগে ওঠার প্রয়োজনও আছে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, যতদিন লাঞ্ছনা, বঞ্চনা নিপীড়ন থাকবে ততদিন বিদ্রোহের এই স্পন্দনও থাকবে।সারা পৃথিবী জুড়ে যে সামাজিক পরিসরের মধ্যে আমরা এখন বসবাস করছি তা প্রযুক্তিগত দিক থেকে হয়তো অনেক উন্নত কিন্তু মানুষের মনের অবনমন ক্রমশ যেন ছেয়ে ফেলছে আমাদের চারপাশ।সেখানে বিদ্রোহের বদলে কিংবা প্রতিবাদের বদলে রয়েছে আপোস।নজরুল ইসলাম সেই আপোসের পথ থেকে সরে এসে সমস্ত রকম অবনমন থেকে মুক্তিকামী মানুষের কোনো এক প্রতিভূর কথা বলতে চেয়েছেন। মানুষ তারই পথ চেয়ে থাকে। অথবা সে নিজেই হয়ে উঠতে পারে তেমনই একজন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালে। সে সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল আলাদা। আজ আর সেই পরিস্থিতি নেই। সময়

বদলেছে, পরিবেশ, পরিস্থিতিরও বদল ঘটেছে। মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে। তবে আজ শতবর্ষ পেরিয়েও 'বিদ্রোহী'-র প্রেরণা একইরকম রয়ে গিয়েছে। আজও এই কবিতা পড়লে আত্মসচেতন তরুণের রক্ত টগবগ করে উঠতে পারে। আজও এই কবিতা যুবমানসকে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মনে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগায়। তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।শুধু তাই নয়।আজও এই কবিতা যুব সমাজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস জোগায়। তাই এই কবিতাটিকে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বা কালের মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে না। আত্মসচেতন মানুষের কাছে বিদ্রোহের এই কবিতা সর্বকালের, সর্বসময়ের।

গ্রন্থপঞ্জি ও সূত্র

১।কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১।
২।মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৫।
৩। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, ২০১০।
৪।কল্পতরু সেনগুপ্ত, জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯।

পরিচিতি:
আজমিরা খাতুন

শৌভিক মন্ডল

জন্ম : ইংরেজি ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ বীরভূম জেলার মুরারই থানার অন্তর্গত রাজগ্রামে। বাংলা সাহিত্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বি.এড. ডিগ্রী অর্জন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মুরারই কলেজ থেকে স্নাতক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড. ডিগ্রী অর্জন। বর্তমানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। এইটি লেখকের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "বাংলা সাহিত্যে নারী : জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তির ইঙ্গিত"। সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাঁদের নিয়ে গবেষণামূলক কাজ লেখকের ভালো লাগার জায়গা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, খেলাধুলা, ভ্রমণ করা লেখকের শখ।

ড. স্বপ্না বেগম চৌধুরী

জন্ম (১৮ই জুলাই, ১৯৯০) করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানার অন্তর্গত দেওরাইল গ্রামে। পিতা এনামূল হক চৌধুরী, মাতা আয়েশা খাতুন। শৈশব থেকেই বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করার বিশেষ ইচ্ছে আছে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দীর্ঘ প্রয়াস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডি.এল.এড., এম.ফিল, পিএইচ.ডি (২০২২) আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছি। গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি লেখালেখির পাশাপাশি লোকায়ত ভাবনা ও লোকসংস্কৃতির উপাদান নিয়ে কাজ করতে আমি বেশ উদ্যোগী।

অনুক্ষণ পাবলিকেশন

Kazi Nazrul Islam Jibon O Srijoner Andarmahal
by
Dr. Saurabh Mandal
Souvik Mandal
Dr. Swapna Begom Choudhury
Price 340

www.sangbadanukkhon.com

ISBN 978-93-6345-011-0

9 789363 450110